# ৪৭তম BCS প্রিলি
# Progressive Batch
# আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ১১

টপিক:

- বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ-০১ (ভূ-রাজনীতি, কূটনীতি, খেলাধুলা ইত্যাদি) ।

Welcome

We will start at 9.00 pm.

46th → 47th

IA ⇒ 20 MCQ

Recent → 4 marks

4+2/3 — 5-8

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

- ৯ জানুয়ারি ২০২৫
  - লেবাননের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেনাপ্রধান জোসেফ আউন।
- ১৩ জানুয়ারি ২০২৫
  - আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (ICJ) প্রেসিডেন্ট নাওয়াফ সালামকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়।
- ১৬ জানুয়ারি ২০২৫
  - ইউক্রেনের সঙ্গে ১০০ বছরের ঐতিহাসিক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করে যুক্তরাজ্য।
- ১৭ জানুয়ারি ২০২৫
  - ২০২৫ ইরান ও রাশিয়ার কৌশলগত অংশীদারত্ব' চুক্তি স্বাক্ষর।

* Iran - Russia I ভ্লাদিমির পুতিন

পেজেশকিয়ান

Treaty on Comprehensive Strategic Partnership.

↓

① Economic cooperation

② US sanctions → impacts mitigate.

③ Military and political partnership strengthen করে।

Next 20 years.

Lebanon → Parliamentarian System

↓

Confessionalism

↓

ঐকমত্যের ভিত্তিতে সরকার

↓

Religious proportion, ধর্ম

- খ্রিস্টান → প্রেসিডেন্ট
- মুসলিম
  - শিয়া — স্পিকার
  - সুন্নি — প্রধানমন্ত্রী

❑ ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

◆ পারস্য উপসাগরের অজ্ঞাত একটি স্থানে, ভূগর্ভস্থ নৌ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি উন্মোচন করে ইরান।

❑ ২০ জানুয়ারি ২০২৫

◆ নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর করেন।

❑ ২২ জানুয়ারি ২০২৫

◆ ইয়েমেনের হুতিদের 'বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

❑ ২৪ জানুয়ারি ২০২৫

◆ বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল ও মিসরে সামরিক সহায়তা বাদে সব বিদেশি সহায়তা স্থগিত করে।

## ❑ ২৫ জানুয়ারি ২০২৫

- প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দিয়ে গায়েম ও আলমাস ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে ইরান।

## ❑ আন্তর্জাতিক → রাষ্ট্রপতি

- **ঘানা:** জন মহামা; দায়িত্ব গ্রহণ ৭ জানুয়ারি ২০২৫।
- **লেবানন:** জোসেফ আউন; দায়িত্ব গ্রহণ ৯ জানুয়ারি ২০২৫।
- **মোজাম্বিক:** ড্যানিয়েল চ্যাপো; দায়িত্ব গ্রহণ ১৫ জানুয়ারি ২০২৫
- **উরুগুয়ে:** ইয়ামান্দু ওরসি; দায়িত্ব গ্রহণ ১ মার্চ ২০২৫।
- **উত্তর কোরিয়া:** পাক থায়ে-সং: দায়িত্ব গ্রহণ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪। Premier
- **সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে:** আমেরিকো রামোস; দায়িত্ব গ্রহণ ১২ জানুয়ারি, ২০২৫

## ❑ জাতিসংঘের নতুন মিশন

২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সোমালিয়ায় নতুন মিশনের অনুমোদন দেয়। নিরাপত্তা পরিষদ African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবটি যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিষদ ১৪ ভোটে সমর্থন জানায়, তবে যুক্তরাষ্ট্র বিরত অবস্থান (Abstain) নেয়। AUSSOM মিশনটি African Union Transition Mission in Somalia (ATMIS)-এর স্থলাভিষিক্ত হবে যার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ শেষ হয়। নতুন খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU) সদস্যরা AUSSOM এ ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সদস্য পাঠাতে পারবে, এবং এই সময়সীমার মধ্যে সমস্ত আফ্রিকান ইউনিয়নের সেনাদের ATMIS থেকে AUSSOM-এ স্থানান্তর সম্পন্ন করা হবে।

UNSC → Peacekeeping Mission.

## ❑ বিটা জেনারেশন

প্রজন্ম বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী মানুষদের বোঝায়, যারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় একই সূত্রে বাঁধা। ২০২৫ সালের জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে নতুন একটি প্রজন্মের সূচনা হয়। ২০২৪ সালে শেষ হয় জেনারেশন আলফার শিশুদের জন্ম এবং ১ জানুয়ারি ২০২৫ শুরু হয় জেনারেশন বিটার। ২০২৫-২০৩৯ সালে জন্মগ্রহণকারী সবাই জেনারেশন বিটার অংশ হবে। এ প্রজন্মের শিশুরা বেড়ে উঠবে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে। জেনারেশন বিটা হবে সপ্তম প্রজন্ম, যাদের নামকরণ শুরু হয় ১৯০১ সালে গ্রেটেস্ট জেনারেশন দিয়ে।

1901 - 1927 → The Greater Generation

1928 - 1945 → The Silent Generation

1946 - 1964 → Baby Boom Generation

1965 - 1980 → Generation - X

1981 - 1996 → Generation - Y / Millennial Gen.

1997 - 2010 → Gen - Z / iGen

2011 - 2024 → Generation Alpha

2025 - 2039 → Generation Beta.

❑ জিম্বাবুয়ে মৃত্যুদণ্ড বাতিল

৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ে। এর ফলে মৃত্যুদণ্ডে থাকা ৬০ জন বন্দীর সাজা পরিবর্তন করা হয়। তবে জিম্বাবুয়ের নতুন আইনে বলা হয়, দেশে জরুরি অবস্থা জারি থাকার সময় প্রয়োজনে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। দেশটিতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করা হয়। সর্বশেষ ২০০৫ সালে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে জিম্বাবুয়ে। প্রসঙ্গত, আফ্রিকার ২৪টি দেশসহ বিশ্বব্যাপী ১১৩টি দেশ মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছে।

❑ রেলপথে সংযুক্ত ৩ দেশ

২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ চীন-কিরগিজস্তান-উজবেকিস্তান রেলওয়ে প্রকল্পের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয়। চীন-কিরগিজস্তান-উজবেকিস্তান রেলপথটি কেবল একটি পরিবহন করিডোর হবে না, বরং এটি পূর্ব ও পশ্চিমকে সংযোগকারী একটি কৌশলগত চ্যানেল হিসেবেও কাজ করবে। ৭ জুন ২০২৪ বেইজিংয়ে চীন-কিরগিজস্তান-উজবেকিস্তান রেলপথ প্রকল্পের জন্য তিন দেশের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৯৬ সালে প্রকল্পের ধারণাটি প্রাথমিকভাবে উন্মোচিত হয়।

## ☐ ব্রিকসের নতুন সদস্য ইন্দোনেশিয়া

৬ জানুয়ারি ২০২৫ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ব্রিকসের সদস্যপদ লাভকরে ইন্দোনেশিয়া। দেশটি ব্রিকসের দশম সদস্য। বিশ্বের চতুর্থ জনবহুল দেশ ইন্দোনেশিয়া। এই জোটে বর্তমানে রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০১ সালে গোল্ডম্যান স্যাকসের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ জিম ও' নিল প্রথম 'BRIC' বা 'ব্রিক' শব্দটি প্রবর্তন করেন। ২০০৯ সালে প্রথম ব্রিক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনে রূপ নেয় ব্রিক। ২০১০ সালে এর সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্ত হয়। ফলে 'ব্রিক' হয়ে যায় 'ব্রিকস', যা মূলত পাঁচটি দেশের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। দেশগুলো হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

2001 → ধারণা → BRIC

2009 – সংগঠন

2010 — S.Africa → BRICS

2015 → NDB

2024 → January → Egypt, Ethiopia, Iran, UAE → 9

2025 – 6 Jan → Indonesia → 10

## ❑ যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক সম্মাননা

Civil

৪ জানুয়ারি ২০২৫ জো বাইডেন হোয়াইট হাউজে এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য হিলারি ক্লিনটন, জর্জ সরোস, ড্যানজেল ওয়াশিংটন, লিওনেল মেসিসহ ১৯ জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে চারজনকে মরণোত্তর এই পদক দেওয়া হয়।

মেক্সিকো উপসাগর এখন আমেরিকা উপসাগর ২০ জানুয়ারি ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের (Gulf of America) নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর Gulf of Mexico করার নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করেন। উপসাগরের ছবি, ম্যাপ ও ডেটাবেজও প্রকাশ করে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নামের সাথে উপসাগরীয় সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন, মাদক পাচার রোধে নতুন অপারেশন শুরু হবে বলে জানায় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই সাথে আলাস্কার 'ডেনালি' পর্বত শৃঙ্গের নাম পরিবর্তন করে 'মাউন্ট ম্যাককিনাল' রাখা হয়।

## ❑ মেক্সিকো উপসাগর

মেক্সিকো উপসাগর মূলত উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দ্বারা বেষ্টিত মহাসাগরের অববাহিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস, লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, আলাবামা এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের অবস্থান এই উপসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। এছাড়াও মেক্সিকোর পূর্বে অবস্থিত এই উপসাগরটি। বাণিজ্যিক ভাবে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর মৎস্য চাষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

## ❑ পানির নিচে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাত

আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডের ডেনমার্ক প্রণালির মধ্যে ডুবো চ্যানেলের পানির নিচে বিশ্বের বৃহত্তম জলপ্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায়। পানির নিচে থাকা এই জলপ্রপাতের চূড়া থেকে সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা প্রায় সাড়ে ১১,০০০ ফুট, যা ভেনিজুয়েলায় অবস্থিত বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত অ্যাঞ্জেলের উচ্চতার (৩২১২ ফুট) চেয়েও বেশি। পানির নিচে থাকা এই জলপ্রপাত প্রায় ১৭,৫০০-১১,৫০০ বছর আগে অর্থাৎ শেষ বরফ যুগে তৈরি হয়। বিশাল জলপ্রপাতটি ভূপৃষ্ঠ থেকে শনাক্ত করা যায় না। জলপ্রপাতের প্রভাব ভূপৃষ্ঠে অদৃশ্য হলেও সমুদ্রের তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার তথ্য এই জলপ্রপাতের কার্যকলাপের প্রমাণ দেয়। ডেনমার্ক প্রণালিতে এই জলপ্রপাত প্রায় ৩০০ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই জলপ্রপাতে প্রতি সেকেন্ডে ১.৬ ফুট বেগে পানি প্রবাহিত হয়, যেখানে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ ফুট পানির গতি দেখা যায়।

## ❑ যুক্তরাজ্যে AI নিয়ে নতুন পরিকল্পনা

১৩ জানুয়ারি ২০২৫ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ৫০ দফার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে দিয়ে তিনি যুক্তরাজ্যকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) বৈশ্বিক নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে চান। স্টারমার এই পরিকল্পনাকে ‘দেশ গড়ার দশক’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। পরিকল্পনাটির নাম ‘এআই অপরচুনিটিস অ্যাকশন প্ল্যান।’ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে AI প্রবৃদ্ধি অঞ্চল (গ্রোথ জোন) গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসংক্রান্ত দক্ষতায় বিশ্বে প্রথম চীন, দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং তৃতীয় যুক্তরাজ্য।

## ❑ শেনজেনে বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া

Border free

২৫ এপ্রিল ২০০৫ বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া শেনজেন চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এত দিন ভিসামুক্ত শেনজেন অঞ্চলে যুক্ত হতে পারেনি। দেশ দুটির আবেদনে প্রাথমিকভাবে ভেটো দেয় অস্ট্রিয়া। দেশটির দাবি বাহ্যিক শেনজেন সীমানাগুলোর দুর্বল সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে অস্ট্রিয়াকে অস্বাভাবিক সংখ্যক অবৈধ অভিবাসী আশ্রয় দিতে হয়। বহু আলোচনার পর ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ ইউরোপীয় কাউন্সিল ঘোষণা দেয় রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া শেনজেন অঞ্চলে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। ৩১ মার্চ ২০২৪ দেশ দু'টি সাগর ও আকাশ পথে শেনজেন দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়। এরপর নানা ধাপে আলোচনার পর ১ জানুয়ারি ২০২৫ বুলগেরিয়া ও রোমানিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম অঞ্চল শেনজেন জোনে পরিপূর্ণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য, ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) সদস্য। সদস্য কড়চা: বর্তমানে শেনজেন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা ২৯টি। এর মধ্যে EU'র ২৭ সদস্যের ২৫টি শেনজেনভুক্ত। EU'র সদস্য নয় এমন চারটি দেশ- সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও লিচটেনস্টাইন শেনজেন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

2 → সাইপ্রাস, আয়ারল্যান্ড    1 Jan, 2025

## ❑ ইন্টারপোলের আদলে ভারতপোল

৭ জানুয়ারি ২০২৫ ভারত আন্তর্জাতিক পুলিশ সহায়তা সংস্থা ইন্টারপোলের ধাঁচে 'ভারতপোল' নামে একটি নতুন পোর্টাল চালু করে। পোর্টালটি তৈরি করে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (CBI) এর লক্ষ্য হলো বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের ধরতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা। সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার অপরাধ, আর্থিক দুর্নীতি, উগ্রবাদ, মাদক, মানবপাচারের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধের ঘটনা ব্যাপক বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে তদন্তে গতি আনতে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। মাঝেমধ্যে সেই তথ্য পেতে দেরিও হয়। ফলে হাতছাড়া হয়ে যায় অপরাধীরা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় CBI এই ভারতপোল পোর্টাল চালু করে।

## ❑ বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ

সম্প্রতি তিব্বত মালভূমির পূর্ব সীমান্তে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে চীন। ইয়ারলুং জাংবো নদীর নিম্নভাগে বাঁধটি নির্মাণ করা হবে। নির্মাণ কাজ শেষে এই প্রকল্প থেকে বছরে ৩০,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হলো চীনের থ্রি জর্জেস বাঁধ। এই প্রকল্পের বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৮,৮২০ কিলোওয়াট ঘন্টা। চীন ইতিমধ্যেই তিব্বতের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত ইয়ারলুং জাংবো নদীর উচ্চপ্রবাহে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

## ❑ উভচর আক্রমণকারী জাহাজ

২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ উদ্বোধন করা হয় চীনের প্রথম উভচর আক্রমণকারী অ্যাসল্ট জাহাজ 'CNS সিচুয়ান'। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সিচুয়ানের নামে জাহাজটির নামকরণ করা হয়। এটি টাইপ ০৭৬ শ্রেণির জাহাজ। বর্তমানে, পিপলস লিবারেশন আর্মি (PLA) তিনটি টাইপ ০৭৫ উভচর আক্রমণকারী জাহাজ পরিচালনা করছে। যেগুলোর নামকরণ করা হয় চীনের তিনটি প্রদেশের নামে- হাইনান, গুয়াংসি এবং আনহুই।

## ❑ স্বর্ণের খনির সন্ধান

১০ জানুয়ারি ২০২৫ পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক খনিমন্ত্রী জানান পাকিস্তানে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের পাঞ্জাব অংশের অববাহিকা এলাকায় এই খনিতে অন্তত ২৮ লাখ ভরি স্বর্ণ মজুত রয়েছে। দেশের বর্তমান বাজারে এই পরিমাণ স্বর্ণের দাম ৮,০০০ কোটি পাকিস্তানি রুপি। সিন্ধু নদের তলদেশ থেকে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন রুপি মূল্যের স্বর্ণ উত্তোলন সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাজার হাজার বছর ধরে হিমালয় থেকে সিন্ধু নদের স্রোতের স্রোতে সঙ্গে ভেসে আসা স্বর্ণের কণা নদীর তলদেশে জমা হয়ে এই মজুত তৈরি করেছে, যাকে 'প্লেসার ডিপোজিশন' বলা হয়।

## নতুন রাজধানী

৭ জানুয়ারি ২০২৫ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরানের সরকার দেশটির রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন রাজধানী হবে উপকূলীয় মাক্রান অঞ্চলে। মাক্রান অঞ্চলের অবস্থান ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে। ওমান উপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় মাক্রান অঞ্চলের কৌশলগত সুবিধা রয়েছে। সমুদ্রবন্দরভিত্তিক রাজধানী হলে দেশটি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুফল পাবে।

| কয়েকটি দেশের রাজধানী পরিবর্তন | | |
|---|---|---|
| দেশ | নতুন/প্রস্তাবিত | পূর্বের |
| মিসর | নিউ অ্যাডমিনিসস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল (ন্যাক) | কায়রো |
| ইন্দোনেশিয়া | নুসানতারা | জাকার্তা |
| কাজাখস্তান | নুরসুলতান | আসতানা |
| মিয়ানমার | নাইপিদো | ইয়াঙ্গুন |
| নাইজেরিয়া | আবুজা | লাগোস |

## ❑ ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও শীর্ষ অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতার দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি যা করেন তা বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশেই কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয়বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারি ২০২৫ দায়িত্ব গ্রহণ করেন বহু বিতর্কের জন্মদাতা ডোনাল্ড ট্রাম্প।

**অভিষেক ২০ জানুয়ারি**

যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বর মাসে নির্বাচনের পর ২০ জানুয়ারি দুপুরে নতুন প্রেসিডেন্ট শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসেবে অভিষিক্ত হন। সেই দিন বেলা ১১টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন আগের প্রেসিডেন্ট। তবে এ ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। কোনো বছরের ২০ জানুয়ারি যদি রবিবার পড়ে, তবে প্রেসিডেন্ট শপথ নিলেও বাকি আনুষ্ঠানিকতা পরদিনের জন্য তোলা থাকবে। উল্লেখ্য, ১৯৩৩ সালের পূর্বে অভিষেকের দিন ছিল ৪ মার্চ। ১৯৩৩ সালে সংবিধানে ২০তম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনী অনুসারে অভিষেকের দিন ২০ জানুয়ারি এবং নতুন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরুর জন্য ৩ জানুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ২০ জানুয়ারি ১৯৩৭ প্রথমবার প্রেসিডেন্টের অভিষেক দিবস পালন করা হয়, যা বর্তমানে চলমান। সেদিন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। সেটি ছিল তার দ্বিতীয় মেয়াদ। প্রথম মেয়াদে তিনি শপথ নেন সংবিধানে উল্লিখিত ৪ মার্চ।

## ট্রাম্প ৪৫ ও ৪৭তম প্রেসিডেন্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়, পরেরবার হার, এরপর তৃতীয় নির্বাচনে আবার জয় পান। আর প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এমন জয় পান গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড, ১৩২ বছর আগে। তিনি ১৮৮৪, ১৮৮৮ ও ১৮৯২ সালের নির্বাচনে অংশ নেন। এ কারণে গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রের ২২তম ও ২৪তম প্রেসিডেন্ট আর ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম ও ৪৭তম প্রেসিডেন্ট।

## সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট

২০ জানুয়ারি ২০২৫ সবচেয়ে বেশি বয়সি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ৭৮ বছর ২১৯ দিন। এর আগে ২০ জানুয়ারি ২০১৭ ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ৪৫তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনও তিনি ছিলেন দেশটির বয়স্ক প্রেসিডেন্ট (৭০ বছর ২২০ দিন)। কিন্তু ২০ জানুয়ারি ২০২১ জো বাইডেন যখন ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এ রেকর্ড চলে যায় তার অনুকূলে। এ সময় বাইডেনের বয়স ছিল ৭৮ বছর ৬১ দিন। উল্লেখ্য, জো বাইডেন ৮২ বছর ৬০ দিন বয়সে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন শেষে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করেন।

এবারের গাজা যুদ্ধে নিহত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি

| নাম | মৃত্যু | দায়িত্ব ও পদবী |
|---|---|---|
| ইসমাইল হানিয়া | ৩১ জুলাই, ২০২৪ | হামাসের সাবেক প্রধান |
| ইয়াহিয়া সিনওয়ার | ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ | হামাসের পলিট ব্যুরোর প্রধান |
| মহাসেন আল-খতিব | ১৯ অক্টোবর, ২০২৪ | চিত্রশিল্পী |
| রেফাত আলারির | ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ | কবি |
| ডা. সাঈদ জৌদেহ | ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ | বিখ্যাত সার্জন |
| মারওয়ান ইসাক | ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ | হামাসের সামরিক শাখার ডেপুটি কমান্ডার |

গাজায় ইসরায়েলের কিছু অভিযান (ইন্তিফাদা ব্যতীত)

| অভিযানের নাম | নিহত (জনগণ) | সময়কাল |
|---|---|---|
| Operation Cast Lead | ১,১৮২ | ২৭ ডিসে. ২০০৮-১৮ জানু. ২০০৯ |
| Operation Pillar of Defense | ১০৩ | ১৪-২১ নভেম্বর ২০১২ |
| Operation Protective Edge | ২,২৫১ | ৮ জুলাই-২৬ আগস্ট ২০১৪ |
| Unity Intifada | ১২৮ | ১০-২১ মে ২০২১ |

# বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ

## ❑ রহস্যময় দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড

**পরিচিতি**

Greenland অর্থ সবুজ ভূমি হলেও মূলত এটি সবুজ কোনো ভূমি নয়। জায়গাটিতে শুধু বরফ আর বরফ। এটি ডেনমার্কের একটি স্ব-শাসিত অঞ্চল। ডেনমার্ক থেকে এর দূরত্ব ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি। আয়তনে মূল ডেনমার্কের চেয়ে গ্রিনল্যান্ড প্রায় ৫০ গুণ বড়। এখানকার অধিবাসীরা ইনুইট নামেই পরিচিত। ইনুইট শব্দের অর্থ মানুষ।

**অবস্থান**

গ্রিনল্যান্ড ভৌগোলিকভাবে উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। দ্বীপটি বসে আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ তথা রাশিয়ার মাঝখানে। এছাড়াও উত্তর আটলান্টিক আর উত্তর মেরু সাগরের মাঝখানেও। দেশটি যত না ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের কাছে, তার চেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের নিকটে। এর সবচেয়ে কাছাকাছি দেশ হলো দ্বীপরাষ্ট্র আইসল্যান্ড।

## ইতিহাস ও নামকরণ

খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের দিকে মানুষ প্রথম গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছেছিল বলে মনে করা হয়। তাদের বংশধররা সম্ভবত বিলুপ্ত হয়ে গেলে আরও বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে এখানে অভিবাসনে আসে। আধুনিক ইতিহাসে ৯৮২ সালে নরওয়েজিয়ান এরিক দ্য রেড গ্রিনল্যান্ড আবিষ্কার করেন, যিনি তার আবিষ্কারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে দ্বীপটিকে 'গ্রিনল্যান্ড' বলে অভিহিত করেন। ১৪ জানুয়ারি ১৮১৪ দ্বীপটিতে ডেনমার্কের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১-১৯৪৫ জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গ্রিনল্যান্ড দখল করে। ১৯৪৫ সালে দ্বীপটি ডেনমার্কের কাছে ফেরত দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ডেনিশ নাগরিকত্ব পায়। ১৯৭৯ সালে গণভোটের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ২০০৯ সাল থেকে গ্রিনল্যান্ড স্বাধীনভাবে তাদের ভূমি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

USA

**যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ?**

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন যখন রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ক্রয় করেন, তখন গ্রিনল্যান্ড ক্রয়ের বিষয়ও বিবেচনা করেন। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বিবেচনায় ১৯৪৬ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যানের সময় যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় গ্রীনল্যান্ড ১০০ মিলিয়ন ডলারে ক্রয়ের প্রস্তাব পাঠায় ডেনমার্কের কাছে। তবে ডেনিশ সরকার সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। একই ধারাবাহিকতায় নিজের প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পও গ্রিনল্যান্ড ক্রয়ের চেষ্টা করেন। দ্বীপটির বরফ গলার ফলে সেখানকার ভূমি ব্যবহারের সুযোগ বাড়বে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অপার সম্ভাবনাও উন্মোচিত হবে। এ কারণেই ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কেনায় ঝুঁকতে পারেন।

✪ ৬ জানুয়ারি ২০২৫ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে কোন দেশটি ব্রিকসের সদস্যপদ লাভকরে?

(a) ভিয়েতনাম

(b) কম্বোডিয়া

(c) লাওস

(d) ইন্দোনেশিয়া

## ❑ স্বল্পোন্নত দেশ এখন ৪৪টি

১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হয়। যার ফলে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা এখন ৪৪টি।

**স্বল্পোন্নত দেশঃ** LDC এর পূর্ণরূপ Least Developed Countries অর্থাৎ, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ। স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি আসে ষাটের দশকে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উন্নয়নশীল ও উন্নত এই দুই শ্রেণিতে বিশ্বের সকল দেশকে ভাগ করে। তবে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আবার যেসব দেশ তুলনামূলক দুর্বল, তাদের নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা হয়। ১৮ নভেম্বর ১৯৭১ জাতিসংঘের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে LDC গ্রুপ গড়ে ওঠে। উন্নত দেশের পক্ষ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা দেয়। সর্বশেষ ২০১২ সালে LDC- তে যুক্ত হয় দক্ষিণ সুদান।

❑ LDC থেকে উত্তরণ

| দেশ | অন্তর্ভুক্তি | উত্তরণ |
|---|---|---|
| বতসোয়ানা | ১৯৭১ | ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৪ |
| কেপভার্দে | ১৯৭৭ | ২০ ডিসেম্বর ২০০৭ |
| মালদ্বীপ | ১৯৭১ | ১ জানুয়ারি ২০১১ |
| সামোয়া | ১৯৭১ | ১ জানুয়ারি ২০১৪ |
| নিরক্ষীয় গিনি | ১৯৮২ | ৪ জুন ২০১৭ |
| ভানুয়াতু | ১৯৮৫ | ৪ ডিসেম্বর ২০২০ |
| ভুটান | ১৯৭১ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে | ১৯৮২ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ |

## ❑ উত্তরণের পথে যত দেশ

| দেশ | অন্তর্ভুক্তি | উত্তরণ হবে |
|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ১৯৭৫ | ২৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| লাওস | ১৯৭১ | ২৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| নেপাল | ১৯৭১ | ২৪ নভেম্বর ২০২৬ |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ১৯৯১ | ১৩ ডিসেম্বর ২০২৭ |

### ❑ UNCTAD'র হীরকজয়ন্তী

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) বা জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা বিশ্ববাণিজ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৪ UNCTAD প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ UNCTAD'র ৬০ বছর পূর্তি হয়। UNCTAD'র ৬০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৯ এপ্রিল ২০২৪ নতুন নাম UN Trade and Development ঘোষণা করা হয়। সংস্থাটির উদ্দেশ্য বাণিজ্য, সাহায্য, পরিবহণ, অর্থ ও প্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সমস্ত দিক সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন করা। UNCTAD-এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

### ❑ প্রথম ডিজিটাল রাষ্ট্র টুভ্যালু

৯টি ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপের দেশ টুভ্যালু। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে তার অবস্থান। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ডুবতে বসেছে দেশটি। এ জন্য টুভ্যালু সরকার একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়। যার মধ্যে রয়েছে টুভ্যালুর ডিজিটাল কপি তৈরি। ডিজিটাল রাষ্ট্র হিসেবে যাতে ভবিষ্যতেও টুভ্যালু টিকে থাকে, সেটাও এ পরিকল্পনার লক্ষ্য। টুভ্যালু আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ভূমি হারাতে যাচ্ছে। সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য দেশটির সরকার চাইছে ডিজিটাল কপিটিকেই ভূমি হিসেবে স্বীকৃত করতে। এরই মধ্যে ২৬টি দেশ মেটাভার্সে থাকা টুভ্যালুর ডিজিটাল কপিকে সার্বভৌম দেশের ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভবিষ্যতে টুভ্যালুর নাগরিকদের পাসপোর্ট, জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সরকারি ডকুমেন্ট সরাসরি ব্লকচেইনের মাধ্যমে ডিজিটালাইজড করবে দেশটির সরকার।

Immigration and Customs Enforcement

## ❑ যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগী দেশের তালিকায়

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা (ICE) ভারতকে 'অসহযোগী দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে ইতোমধ্যে ভুটান, কিউবা, ইরান, পাকিস্তান, রাশিয়া ও ভেনেজুয়েলা রয়েছে। প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় যথাযথ সহযোগিতা না করায় তাদের অসহযোগী দেশের তালিকাভুক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ICE অভিযোগ করে, ভারত তাদের নাগরিকদের ফেরত নিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হন্ডুরাস।

## ❑ লোকসভায় এক দেশ এক ভোট বিল

১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পেশ করা হয় 'এক দেশ, এক নির্বাচন' সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল। তবে আরও আলোচনার জন্য বিলটি যুগ্ম সংসদীয় কমিটিতে (JPC) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৯০ দিনের মধ্যে JPC-কে বিলসংক্রান্ত চূড়ান্ত রায় জানাতে হবে। তারপর সংবিধান সংশোধন বিল পাস করাতে গেলে সংসদের দুই কক্ষে দুই- তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়াও দেশের মোট রাজ্যের অর্ধেকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

**এক দেশ এক ভোট:**

'এক দেশ এক ভোট' বলতে ভারতজুড়ে একই সময়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনকে বোঝায়। এই বিল আইনে পরিণত হলে লোকসভা ও বিধানসভার পাশাপাশি পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সরকারের নির্বাচনও একসঙ্গে করা যাবে।

## ❑ বিশ্বের সর্ববৃহৎ সোনার খনি

২০২৪ সালের নভেম্বরে চীনের হুনান প্রদেশে একটি সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় খনিটিতে ১,০০০ টন সোনা মজুত রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬০০ বিলিয়ন ইউয়ান। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সাউথ ডিপ খনিতে ৯৩০ টন সোনার মজুত সমৃদ্ধ খনির সন্ধান পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত এটিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হওয়া সোনার খনি। তবে চীনের এই খনিতে যদি ১,০০০ টন সোনার মজুত পাওয়া যায়, তাহলে এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কৃত সোনার খনি।

N.K S.K Ideology সামরিক আইন

## ❑ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদে আইনপ্রণেতাদের ভোটাভুটিতে অভিশংসিত হন দেশটির প্রেসিডেন্ট। ইউন সুক-ইওল। দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে ইউন সুক ইওলের অভিশংসনের দাবি ওঠে। তাঁকে অভিশংসনের জন্য প্রথম দফার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হয়। ৩০০ জন আইনপ্রণেতার মধ্যে ২০৪ জন প্রেসিডেন্টকে অভিশংসিত করার পক্ষে ভোট দেন। ৮৫ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। অভিশংসন প্রস্তাব পাস হতে ২০০ ভোট প্রয়োজন হয়। অভিশংসনের পর দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন হান ডাক-সু। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ দেশটির পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে হান ডাক-সুকে অভিশংসিত করে নতুন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট করা হয় অর্থমন্ত্রী চোই সাং- মককে। তবে ইউনের মতো হানের অভিশংসনের ক্ষেত্রেও সাংবিধানিক আদালতের অনুমোদন নিতে হবে।

## অভিশংসনের নেপথ্যে

S. Korea

৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট শক্তির হুমকি থেকে মুক্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্র রক্ষা, জনগণের স্বাধীনতা ও সুখ লুণ্ঠনকারী ঘৃণ্য উত্তর কোরিয়াপন্থি রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোকে নির্মূল এবং উদার সাংবিধানিক সুরক্ষার ঘোষণা দিয়ে হঠাৎ করে দেশজুড়ে সামরিক আইন জারি করেন প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। যদিও বিরোধীদের তীব্র আপত্তি ও সংসদে ভোটাভুটির পর মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে সেই সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন তিনি। পরে দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রেসিডেন্টের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আদালত।

## ❑ UAE'র স্টেবলকয়েনের অনুমোদন

প্রথমবারের মতো নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল মুদ্রা স্টেবলকয়েনের অনুমোদন দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)। ১০ ডিসেম্বর ২০২৪ সংযুক্ত আরব আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত লাইসেন্স পায় এই কয়েন। EU'র মুদ্রার সঙ্গে দিরহাম মার্কিন ডলারের বিনিময় হারের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য সুবিধা দেবে নতুন এ ডিজিটাল মুদ্রাকে। স্টেবলকয়েন হলো এমন এক ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি যা একটি ফিয়াট মুদ্রার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং এর দাম সাধারণত কম অস্থির হয়।

## ❑ নতুন ড্রোনবাহী রণতরি

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে 'শহিদ বাঘেরি' নামের ইরানের নতুন ড্রোনবাহী রণতরী দেশটির নৌবাহিনীর ঘাঁটি বন্দর আব্বাসের কাছে স্যাটেলাইটে দেখা মিলে। ম্যাক্সার স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায় কনটেইনারবাহী জাহাজকে পরিবর্তন করে ক্যারিয়ারটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যেন তা ড্রোন উড্ডয়ন ও অবতরণে সক্ষম হয়। তবে 'শহিদ বাঘেরি' ইরানের একমাত্র ড্রোন ক্যারিয়ার নয়। এছাড়া আরও দুটি শহিদ রৌদাকি ও 'শহিদ মাহদাভি' ড্রোন ক্যারিয়ারও ইরান তৈরি করে।

## ❑ বাশার পরিবারের দীর্ঘ শাসন

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়া। ধন-মান-ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিতে একসময়ে বেশ সমৃদ্ধ ছিল দেশটি। ১৯৭০ সালে সিরিয়ায় বাশার পরিবারের শাসন শুরু হয়। টানা পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়া শাসন করে বাশার পরিবার।

**আধুনিক সিরিয়ার রূপকার**

হাফিজ আল-আসাদকে বলা হয় 'আধুনিক সিরিয়া'র রূপকার। ৬ অক্টোবর, ১৯৩০ জন্মগ্রহণ করা হাফিজ ছিলেন আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টির নেতা। ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ দেশটিতে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে বাথ পার্টি। সেই সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন হাফিজ আল-আসাদ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হাফিজ নিজ রাজনৈতিক গুরু ও সিরীয় নেতা সালাহ আল-জাদিদকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরিয়ে দিয়ে ২১ নভেম্বর, ১৯৭০ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৪ মার্চ, ১৯৭১ সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। টানা ২৯ বছর ক্ষমতা সামলে ১০ জুন, ২০০০ দামেস্কে মারা যান।

## সুশাসক থেকে স্বৈরশাসক

বাবার মৃত্যুর পর ১৭ জুলাই, ২০০০ প্রেসিডেন্ট পদে বসেন হাফিজের ছোট ছেলে বাশার আল-আসাদ। তিনি চক্ষুবিজ্ঞানে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়ার পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৯২ সালে পাড়ি জমান যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। ২১ জানুয়ারি ১৯৯৪ দামেস্কে এক সড়ক দুর্ঘটনায় বড় ভাই বাসিল আল-আসাদের মৃত্যু জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বাশারের। বাশারকে তার বাবাই একজন শাসক হিসেবে গড়ে তোল্লার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

## আরব বসন্ত থেকে গৃহযুদ্ধ

২০১১/১২

বাশার ক্ষমতা নেওয়ার আগে থেকেই সিরিয়ার তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক ও বাস্বাধীনতার অভাববোধ থেকে তুমুল হতাশা ছিল, যা উসকে দেয় আরব বসন্ত। সিরিয়াজুড়ে শতাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। একের পর এক এলাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দেশটিতে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। ২০১৮ সাল থেকে দেশটি কার্যত তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তখন থেকে দেশটিতে বাশার আল-আসাদের কর্তৃত্ববাদী শাসন, কুর্দি বাহিনী এবং ইসলামি বিদ্রোহীরা বিভিন্ন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

## মাস্টারমাইন্ড আল-জোলানি

বাশার আল-আসাদের পতনের অভিযানে আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি ছিলেন মূলত কৌশলবিদ। পতনের পুরো অভিযানেই জোলানির নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জোলানির আসল নাম আহমেদ হুসাইন আল-শারা। ১৯৮২ সালে তিনি সৌদি আরবের রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে তার পরিবার সিরিয়ায় চলে যায় এবং দামেস্কের উপকণ্ঠে বসবাস শুরু করে। ২০০৩ সালে সিরিয়া থেকে ইরাকে এসে তিনি আল- কায়েদায় যোগ দেন। ২৩ জানুয়ারি ২০১২ তার নেতৃত্বে সিরিয়ায় আল-কায়েদার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আল-নুসরা ফ্রন্ট নামে পরিচিত। ২০১৬ সালে আল-নুসরা বিলুপ্ত করেন। গঠন করেন নতুন সংগঠন জাভাত ফাতেহ আল-শাম।

## হায়াত তাহরির আল-শাম

২০১৭ সালে আনসার আল-দ্বীন ফ্রন্ট, জায়েশ আল-সুন্নাহ, লিওয়া আল-হক্ক, তাহরিকু নুরুদ্দিন আল-জেনকি মুভমেন্ট ও নিজের জাভাত ফাতেহ আল-শাম নিয়ে হায়াত তাহরির আল-শাম (HTS) গঠন করেন জোলানি। HIS'র প্রধান লক্ষ্য ছিল বাশার আল- আসাদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে সিরিয়াকে মুক্ত করা। ২০১৭ সালের নভেম্বরে আল-জোলানির নেতৃত্বে সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট (SSG) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কার্যত HIS'র প্রশাসনিক শাখা। এই সরকারের অধীনে ইদলিব পরিচালিত হতো। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ HIS-কে আল কায়েদার সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে।

## অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী

১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। মোহাম্মদ আল-বশির ১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে থাকবেন। পেশায় প্রকৌশলী আল-বশির ১৩ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্টের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাশার আল-আসাদের পতনের আগে থেকেই ইদলিব বিদ্রোহী গোষ্ঠী HTS'র নিয়ন্ত্রণে ছিল। সিরিয়ান স্যালভেশন গভর্নমেন্ট (SSG) তাদেরই সরকার।

## ❑ সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এখন জাপানে

টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানির (টেপকো) অধীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া পাওয়ার প্ল্যান্ট পুনরায় চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া পাওয়ার প্ল্যান্টের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় জাপানের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ৮,২১২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ২০১১ সাল থেকেই বন্ধ রয়েছে। ফুকুশিমা বিপর্যয়ের সেই সময়ে জাপানের সব পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই একে একে বন্ধ হয়ে যায়।

## ❑ সর্ববৃহৎ সৌর পার্ক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি পার্ক তৈরি হচ্ছে ভারতে। নাম ‘খাভদা রিনিউএবল অ্যানার্জি পার্ক’। গুজরাটের কচ্ছ জেলার পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর থর মরুভূমির গ্রেট রান এলাকায় নির্মিত হবে এটি। ভারতের শীর্ষ ধনী গৌতম আদানির কোম্পানি পার্কটি প্রতিষ্ঠা করছে। পাশাপাশি গুজরাট স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (GSECL) এবং ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডও (NTPC) শেয়ারে থাকবে। বৃহত্তম শক্তি পার্কটি ৭২৬ বর্গকিলোমিটার (২৮০ বর্গমাইল) জুড়ে অবস্থিত। পার্কটির লক্ষ্য ৩০ গিগাওয়াট সৌর এবং বায়ুশক্তি উৎপন্ন করা। এটি এতটাই বড় হবে যে, মহাকাশ থেকেও দৃশ্যমান হবে বলে ধারণা করা হয়।

## ❑ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধের ১০০ দিন

১৪ জানুয়ারি, ২০২৪ ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলার ১০০ দিন পূর্ণ হয়। ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় অবরুদ্ধ এ উপত্যকায় প্রায় ২৫,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়। আহত হয় প্রায় সাড়ে ৬০,০০০। বাস্তুচ্যুত হয় ১০০ দিনের ঘটনাপ্রবাহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিন- সেখানকার ২৩ লাখ বাসিন্দার ১৯ লাখই। গাজা যুদ্ধের ১০০ দিনের ঘটনা প্রবাহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিন-

**৭ অক্টোবর ২০২৩:** ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।

**৯ অক্টোবর ২০২৩:** গাজা 'পুরোপুরি অবরুদ্ধ' করে ফেলার ঘোষণা দেয় ইসরায়েল।

**২৭ অক্টোবর ২০২৩:** ইসরায়েল গাজায় স্থল অভিযান শুরু করে। ইতোপূর্বে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আকাশপথে হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

**১৫ নভেম্বর ২০২৩:** গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফায় অভিযান চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।

**২৪ নভেম্বর ২০২৩:** কয়েক দিনের জোর আলোচনার পর যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে গাজায় বন্দী করে রাখা ইসরায়েলিদের একটি অংশকে মুক্তি দেওয়া হয়। একই সময় ইসরায়েলের কারাগার থেকে কিছু ফিলিস্তিনিকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

**১ ডিসেম্বর ২০২৩:** যুদ্ধবিরতি ভেঙে যায়। এক সপ্তাহ পর আবারও গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল।

**১১ ও ১২ জানুয়ারি:** ২০২৪ গাজায় গণহত্যার অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে (ICJ) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার করা মামলার শুনানি শুরু হয়।

- **যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি-**

অধিকৃত পশ্চিম তীরে নিহত ৩৪৭

পশ্চিম তীরে আহত ৪০০০

**ফিলিস্তিনি তীব্র ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে:** ৫,৭৬,৬০০

**ভবন ধ্বংস/ক্ষতিগ্রস্ত:** ৪৫- ৫৬%, হাসপাতাল আংশিকভাবে সচল: ১৫

**স্কুলভবন ক্ষতিগ্রস্ত:** ৬৯%

**মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত:** ১৪২

**গির্জা ক্ষতিগ্রস্ত:** ৩

**অ্যাম্বুলেন্স ক্ষতিগ্রস্ত:** ১২১

**ইসরায়েলি নিহত:** ১,১৩৯

**ইসরায়েলি আহত:** ১২,৪১৫

**ইসরায়েলি সেনা আহত:** ২,৪৯৬

**ইসরায়েলি সেনা স্থল অভিযানে আহত:** ১,০৮৫। (আপডেট ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত)।

Less important

## চাঁদের বুকে পঞ্চম দেশ জাপান

USA → Russia - China - India

১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ বিশ্বের পঞ্চম দেশ হিসেবে জাপান সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি মনুষ্যহীন মহাকাশযান ‘মুন স্নাইপার’ চাঁদের শিওলি নামক জায়গায় সফলভাবে অবতরণ করে। এর আগে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ভারত এ কৃতিত্ব অর্জন করে। স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (SLIM) নামে পরিচিত মহাকাশযানটি তৈরি করে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (JAXA) ও খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাকারা তোমি। ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ SLIM এর সফল উৎক্ষেপণ করে জাপান। দুটি ব্যর্থ চন্দ্রাভিযানের পর এবারের অভিযান সফল হয়। এর আগে ২৩ আগস্ট, ২০২৩ রোভার প্রজ্ঞানকে নিয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম।

## ❑ আফ্রিকার গণহত্যা মামলা

গাজায় ইসরায়েলি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (ICJ)-তে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৪ পৃষ্ঠার লিখিত নথি পেশ করে, যাতে উল্লেখ করা হয় ইসরায়েলের কার্যকলাপ চরিত্রগতভাবে গণহত্যা। এ-অভিযোগের শুনানি হয় ১১ ও ১২ জানুয়ারি, ২০২৩ নেদারল্যান্ডসের হেগের পিস প্যালেসে। এ মামলায় সমর্থন দেয় ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (OIC) এর সকল সদস্য দেশসমূহ।

**ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ:** ফিলিস্তিনি নাগরিকদের জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক ধ্বংস; ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন।

**শুনানিতে দুই পক্ষের প্রতিনিধি:** আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (ICJ) ১৫ জন বিচারক নিয়ে গঠিত। এ মামলায় প্রতিপক্ষ থেকে একজন করে অতিরিক্ত সদস্য বিচারকের আসনে বসবেন। এ দলে ফিলিস্তিনবিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত আহারন বারাক (ইসরায়েলের সাবেক প্রধান বিচারপতি) এবং আফ্রিকার পক্ষ থেকে বিজ্ঞ বিচারক দক্ষিণ আফ্রিকার বিচারক ডিকগাং মোসেনেকে (সুপ্রিম কোর্টের সাবেক উপ-প্রধান বিচারপতি) নিয়োগ দেওয়া হয়।

Genocide

**কাঠগড়ায় ইসরায়েল:** ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো ICJ আসামির কাঠগড়ায় দেশটি। গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগ দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই মামলা নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগবে। চূড়ান্ত রায় দিতে কয়েক বছর লাগতে পারে। কিন্তু অন্তর্বর্তী রায়ে যদি অবিলম্বে পূর্ণ যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয় তবে তা ইসরায়েলের পরাজয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

**গণহত্যা**

জাতিসংঘ জেনোসাইড কনভেনশন (১৯৪৮) অনুযায়ী, 'গণহত্যা' হলো একটি জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে করা একটি কাজ। এর মধ্যে রয়েছে-

কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।

গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা।

ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে শারীরিক ক্ষতি হয় বা জন্ম প্রতিরোধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া।

গোষ্ঠীর বাচ্চাদের জোর করে অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা ও বাস্তুচ্যুত করা।

## ❑ আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (ICJ)

নেদারল্যান্ডসের দি হেগ শহরে অবস্থিত জাতিসংঘের মূল বিচার বিভাগীয় সংস্থা International Court of Justice (ICJ)। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ গঠনের পরের বছর ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৬ এ আদালত কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত (ICJ) হলো সারা বিশ্বের আদালত। এটি সাধারণত জাতিসংঘের আদালত হিসেবে পরিচিত। ICJ'র বৈশিষ্ট্য হলো- এখানে শুধু দেওয়ানি মামলা করা যায়, ফৌজদারি নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (ICC) ফৌজদারি মামলা করতে হয়।

**কার্যক্রম:** সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসন; আইনি প্রশ্নে উপদেষ্টার মত-মন্তব্য প্রদান; বিচার কার্যাবলির তথ্য দুইভাবে জমা হয়- লিখিত ও মৌখিক; শুধু সদস্য রাষ্ট্রের মামলারই বিচার করা হয়; আদালতের রায় চূড়ান্ত ও অবশ্য পালনীয়, আপিলের সুযোগ নেই।

## ICJ'র বিচারক

১৫ জন বিচারক (সদস্য) নিয়ে গঠিত। বিচারকদের প্রত্যেকেই বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিচারপতি ও খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক। অনেকে ছিলেন রাষ্ট্রদূত। ৯ বছর মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদ তাদের নিয়োগ দেয়। প্রতি ৩ বছরে এক তৃতীয়াংশ বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিচারক পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোনো বিচারক তার নিজ দেশ, সরকার বা অন্য দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। বর্তমান ICJ'র সভাপতি জোয়ান ডনোগু।

## ICJ'র উল্লেখযোগ্য মামলা

ICJ তে প্রথম মামলা হয় ১৯৪৭ সালে। আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করে যুক্তরাজ্য। কর্ফু চ্যানেলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ মাইন বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে যুক্তরাজ্য বিতর্কিত এ মামলাটি করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ICJ তে অভিযোগ দায়ের করে। এর আগে ১১ নভেম্বর, ২০১৯ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়ে ICJ তে মামলা দায়ের করে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। ICJ তে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮০টির মতো মামলা হয়। বর্তমানে ১৯টি মামলার বিচার প্রক্রিয়াধীন।

# POLL QUESTION-02

✪ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ কোন দেশটি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হয়?

(a) সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে

(b) লাওস

(c) নেপাল

(d) সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

## ❑ Dahiya doctrine (দাহিয়া ডকট্রিন)

ইনস্টিটিউট অব মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের (আইএমইইউ) মতে, দাহিয়া ডকট্রিন হলো ব্যাপক ও অসম শক্তি প্রয়োগ এবং বেসামরিক লোকজন ও স্থাপনার ওপর ইচ্ছাকৃত হামলার ইসরায়েলি রণনীতি। বিশ্লেষকদের মতে, মূলত কোনো সরকার বা গোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারে সেখানকার জনগণকে বাধ্য করতেই যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের এই 'দাহিয়া ডকট্রিন' প্রয়োগ করে থাকে ইসরায়েল। যদিও এই নীতি প্রয়োগ করে তাদের উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

২০০৬ সালে লেবাননের দাহিয়া এলাকাটিকে ইসরাইলি বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অন্তত এক হাজার বেসামরিক নাগরিক হত্যা করে তারা, যার এক তৃতীয়াংশই ছিল নারী ও শিশু। পররবর্তীতে ২০০৮ সালে ইসরায়েল বাহিনীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আইজেনকট জানান ইসরায়েলকে যে স্থান থেকে হামলা করা হবে তা সামরিক ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করে এর পরিণতি দাহিয়া'র মতো করা হবে।

## ❑ Public Diplomacy

সরকারি উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বা সে দেশের নাগরিক যখন সে দেশের ভাবমূর্তি অন্য দেশের কাছে তুলে ধরতে চায় তাকে বলা হয় Public Diplomacy। যেমন বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ক দৃঢ় ও বাংলাদেশের মানুষের কাছে পাকিস্তানের চিন্তাধারা তুলে ধরতে পাকিস্তান এম্বাসির পক্ষ থেকে ঢাকায় ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হয়, যা জনকূটনীতির অংশ।

## ❑ Mobocracy

যখন বিশাল সংখ্যক লোক ইমোশোন বা রাগের বশে সমাজ বা সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং বেশিরভাগ লোকের ইচ্ছা অনুযায়ী সে সরকার বা শাসক গোষ্ঠীর নীতি গৃহীত হয় তাকে মবোক্রেসি বলা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ, শ্রীলংকাতে মবোক্রেসি দেখা গিয়েছে যেখানে জনতা চরম দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করেছে।

## ❑ Womenomics

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীদের অবদান বাড়ানোর অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে বর্তমানে Womenomics বলা হচ্ছে। জাপানের ক্ষীয়মাণ কর্মগোষ্ঠী অর্থনীতিতে যে বাজে প্রভাব ফেলেছে তার মোকাবেলায় এই উদ্যোগ প্রথম গৃহীত হয়। এই ধারার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রদান ও লিঙ্গ বৈষম্য সংক্রান্ত অসুবিধাগুলো দূর করার পাশাপাশি কর্মজীবী মায়েদের সন্তান দেখভাল করার ব্যবস্থা, নমনীয় কর্মপরিবেশ প্রভৃতি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে চাকরি ও ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণে আকৃষ্ট করা হচ্ছে।

## ❑ Pariah State

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত কোনো রাষ্ট্রকে সহজ ভাষায় Pariah State বলা যায়। অনিশ্চিত কূটনৈতিক অবস্থা, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ও বড় দেশগুলোর সাথে দোদুল্যমান রাজনৈতিক সম্পর্ক একটি রাষ্ট্রকে প্যারিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করে। ইসরায়েল এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ানকে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের রাষ্ট্র বলা চলে। বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে চিলি, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়াও এই জাতীয় রাষ্ট্রের কাতারে পরে।

## ❑ Megaphone Diplomacy

স্বাভাবিক কথাকে উঁচু স্বরে বলতে ব্যবহৃত হয় মেগাফোন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যখন কোনো রাষ্ট্র থেকে আরেক দেশের প্রতি হুমকি বা উচ্চ-বাচ্য দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য বা চাহিদার কথা জানানো হয় তাকে বলা হয় মেগাফোন ডিপ্লোমেসি। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক ভারতকে উদ্দেশ্য করা এক বক্তব্যকে মেগাফোন কূটনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেখানে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতে পালিয়ে যাবার পর প্রধান উপদেষ্টা ভারতকে সতর্ক করে বলেন ভারত যদি তাকে আশ্রয় দেয় তবে এটি নিশ্চিত করতে হবে যেনো তার বক্তব্য বাংলাদেশে প্রভাব না ফেলে। এই ধরনের কূটনীতির প্রয়োগ দেখা গেছে স্নায়ু যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে।

Bd — USA

## ❑ Citizen Diplomacy

সরকারের পক্ষ থেকে দেশের নাগরিক যখন বিদেশে নিজ দেশের স্বার্থে কাজ করে তাকে নাগরিক কূটনীতি বা Citizen Diplomacy বলা যায়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পশ্চিম ইউরোপ দেশের নাগরিকদের বুঝায় যে সমাজতন্ত্রের ফলে সৃষ্ট অভাব দূর করতে তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রয়োজন, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে। ইরাক যুদ্ধের আগে মার্কিন প্রশাসন জনকূটনীতি ব্যবহার করেই ইরাক থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের আলাদা করে নেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জুলাই বিপ্লব পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টারা এই কূটনীতি ব্যবহার করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থা দৃঢ় করা এবং দেশের অর্থনীতিতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

## ☐ Middle Income Trap

২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংক প্রথম Middle Income Trap সম্পর্ক ধারণা প্রদান করে। সেসময় ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নতির পরেও দরিদ্রতা থেকে বের হয়ে আসতে পারছিল না তাদের বুঝাতে এই টার্মটি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বৃহৎ অর্থনীতির দেশ – যেমন চীন, তুর্কিয়ে, ভারত এই চক্রে আটকে আছে। বিশ্বব্যাংক এই অবস্থাকে পরিচয় করিয়েছে এভাবে যে, Middle Income Countries বা মধ্য আয়ের দেশগুলো এমন এক অবস্থায় আটকে যায় যেখানে তাদের আয় বৃদ্ধির সাথে উদ্ভাবনশক্তি, মজুর প্রভৃতি বৃদ্ধি না পাওয়ায় তারা উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে পারে না; তথা অর্থনীতির উন্নতির গতি কমে যায়। এই দেশগুলো উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার আগেই তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি যথেষ্ট কমিয়ে ফেলে। ২০২৪ সালের World Development Report অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের ১০০ টি দেশ এই Middle Income Trap এ রয়েছে।

## ❑ Gazafication

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকাকে বসবাসের অযোগ্য করতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসরাইলি প্রশাসন তাকে বলা হয় Gazafication। এর মধ্যে রয়েছে- খাদ্য ও পানি সরবরাহ সীমিত করে দেয়া, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বেসামরিক স্থাপনায় হামলা, বিদ্রোহী গোষ্ঠী দমনের নামে বেসামরিক নাগরিকদের গ্রেফতার ও ডিটেনশন, ক্রমাগত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। গাজা উপত্যকায় চালানো আগ্রাসন মডেল অনুসরণ করে পশ্চিম তীর খালি করার ইসরাইলি প্রশাসনের যে প্রয়াস, তা প্রকাশিত হচ্ছে Gazafication এর মাধ্যমে।

## ❑ Hydro Diplomacy

বহিঃসম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় নদীগুলো এক সময় কলহের কারণ হলেও বর্তমানে একাধিক দেশের সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে আন্তঃদেশীয় নদীর পানির সুষম ব্যবহার ও গতিপথ ঠিক রাখাই এই ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রধান উদ্দেশ্য।

## ❑ Hustle Culture

সহজ ভাষায় জীবনের সবকিছুর চেয়ে কাজকে গুরুত্ব দেয়া, এমনকী শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থেকেও কাজকে গুরুত্ব দেয়ার যে অপসংস্কৃতি কর্পোরেট জগতে চলছে তাকে বলা হচ্ছে Hustle Culture। এই চিন্তাধারায় বিশ্বাসী লোকেদের প্রধান লক্ষ্য আরো টাকা, বড় প্রমোশন, আরো যশ-খ্যাতি, আরো বিলাসিতা; ফলে অন্যান্য সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি বিশ্রাম ও বিনোদনের মতো বিষয়কেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সম্পূর্ণ মনোযোগ কাজে দিয়ে থাকে।

## ❑ Global Health Diplomacy

নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ও জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ বজায় রাখতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সুসম্পর্ক বজায় রাখার বৈশ্বিক প্রক্রিয়া বর্তমানে Global Health Diplomacy নামে পরিচিতি পেয়েছে। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ ব্যক্তিরাও এই ধরনের কূটনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কোভিড মহামারির সময় বিশ্বে Health Diplomacy সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

## ❑ স্বাধীনতা পেল চাগোস দ্বীপপুঞ্জ

৩ অক্টোবর, ২০২৪ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত চাগোস দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় যুক্তরাজ্য। অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে সামরিক কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে রাখার পর স্বাধীনতা দিতে রাজি হয় দেশটি। এ দ্বীপে একটি মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। চাগোস দ্বীপ মরিশাসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও এর অন্তর্ভুক্ত ছোট ও প্রবাল সমৃদ্ধ দিয়েগো গার্সিয়াতে মার্কিন ও যুক্তরাজ্যের ঘাঁটি থেকে যাবে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ঘাঁটিতে আগামী ৯৯ বছরের জন্য সামরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বিপরীতে মরিশাসের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সাল থেকে যুক্তরাজ্য চাগোস দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এ মর্মে রায় দেয় যে চাগোস দ্বীপপুঞ্জে যুক্তরাজ্যের দখল অবৈধ।

## ❑ সুফিদের জন্য ভ্যাটিকানের মতো রাষ্ট্র

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্ররাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার'। তিরানার ২৭ একর জায়গাজুড়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে আলবেনিয়ার সরকার। এ রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে। ১৩০০ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। ১৯২৯ সালে আলবেনিয়ায় বেকতাশি আদর্শের প্রধান কার্যালয় বেকতাশি ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ❑ চীন প্রতিষ্ঠার প্লাটিনাম জয়ন্তী

১ অক্টোবর, ২০২৪ চীন বিপ্লবের (গণচীন প্রতিষ্ঠার) ৭৫তম বার্ষিকী এবং চীনের জাতীয় দিবস। ১৯৪৯ সালের এ দিনে মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের পর পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯১১ সালের পূর্ব পর্যন্ত চীন বিভিন্ন রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়। ১ জানুয়ারি, ১৯১২ সান ইয়াত সেন চীনে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১ অক্টোবর, ১৯৪৯ মাও সে তুং এর নেতৃত্বে বিপ্লবী চীনা মুক্তিফৌজ সমগ্র চীনকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China-PRC) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এরপর ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১ চীন স্থায়ী সদস্য হয় এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতা পায়।

## ❑ ইউরোপের সুয়েজ খাল

ইউরোপের প্রধান অর্থনীতিগুলোয় নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে আন্তঃসীমান্ত নদীপথ সেইন-নর্ড ইউরোপ ক্যানেল (Seine-Nord Europe Canal-SNEC)। এসএনইসি বাস্তবায়ন হলে ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে বড় জাহাজ চলাচল সহজ হবে। এ অনুসারে জলপথটি হবে ইউরোপীয় প্রধান বাণিজ্য রুট, যা ব্লকের অর্থনৈতিক ভাগ্যকে পাল্টে দেবে। রুটের কাজ সম্পূর্ণ হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। ১০৭ কিলোমিটারের বিশাল এ অবকাঠামো প্রকল্প জলপথে যোগাযোগ সাশ্রয়ী ও দ্রুত করবে। এছাড়া তুলনামূলক কম দূষণ ছড়ায় এমন প্রযুক্তি নদী বাণিজ্যের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেবে। তিনটি দেশের মধ্যে ক্যানাল ডু নর্ডের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চলমান রয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরু খালটির সক্ষমতা সীমিত, যা বাণিজ্যের মসৃণ প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে। মূলত সনাতনী ধাঁচের নদী ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারছে না। নতুন প্রজন্মের বড় আকারের কার্গো জাহাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে এ রুট। ৫৪ মিটার চওড়া নতুন খালটি সেইন-এসকার্ট জলপথ ব্যবস্থার অংশ হবে। এটি ইউরোপের প্রথম নদী নেটওয়ার্ক, যা বড় জাহাজ পরিচালনা করতে সক্ষম। এতে পণ্য পরিবহণ আরও সহজ এবং বাণিজ্য রুট উন্নত হবে। যার মাধ্যমে উত্তর ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রধান জলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে ইউরোপের সুয়েজ খাল।

## ❑ ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে চীনের বাঁধ প্রকল্প

চীনের জলবিদ্যুৎ কোম্পানি পাওয়ার কনস্ট্রাকশন করপোরেশন অব চায়না ২০২০ সালে জানায় ব্রহ্মপুত্রের উজানের বাঁধ থেকে বছরে ৩০ হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধটি হলো চীনের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত থ্রি গর্জেস ড্যাম। এখান থেকে বছরে ৮৮.২ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। নতুন এই বাঁধের উৎপাদন ক্ষমতা থ্রি গর্জেস ড্যামের চেয়ে তিনগুণের বেশি। ইয়ারলুং সাংপো নদীটি গলিত হিমবাহ এবং পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে উৎপত্তি। হিমালয়ের পানিরেখা দিয়ে প্রবাহিত নদীটি ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ ও ভারতে এই নদীটি ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। তাই বাঁধটি চীনের জন্য ইতিবাচক হলেও ভারত ও বাংলাদেশের জন্য নেতিবাচক হতে পারে।

## ☐ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-২০২৫

**আয়োজন:** নবম

**আয়োজক:** আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)

**সময়কাল:** ১৯ ফেব্রুয়া-৯ মার্চ ২০২৫

**ফরম্যাট:** ওয়ানডে

**স্বাগতিক:** পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত

**ভেন্যু:** ৪টি – করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ও দুবাই।

**অংশগ্রহণকারী দল:** ৮টি

**মোট ম্যাচ:** ১৫টি

**সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন:** পাকিস্তান।

❖ রেকর্ডবুক

**সর্বোচ্চ দলীয় রান:** ৩৪৭/৪; নিউজিল্যান্ড; বিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র; ২০০৪

**সর্বনিম্ন দলীয় রান:** ৬৫; যুক্তরাষ্ট্র; বিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া; ২০০৪

**সর্বাধিক রান:** ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ); ১৭ ম্যাচে ৭৯১ রান

**সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান:** নাথান অ্যাস্টল (নিউজিল্যান্ড); ১৪৫*; বিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র; ২০০৪

**সর্বাধিক উইকেটশিকারী:** কাইল মিলস (নিউজিল্যান্ড); ১৫ ম্যাচে ২৮টি

**সেরা বোলিং:** ফারভেজ মাহরুফ (শ্রীলংকা) ৬/১৪; বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ; ২০০৬

**সর্বাধিক ডিসমিসাল (উইকেট কিপার):** কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলংকা) ২২ ম্যাচে ৩৩টি

**সর্বাধিক ম্যাচ খেলা ক্রিকেটার:** কুমার সাঙ্গাকারা ও মাহেলা জয়াবর্ধান (শ্রীলংকা); ২২ ম্যাচ

## ❖ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ

১৯৯৮ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় ICC চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। ঐ আসরটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। কিন্ত বাংলাদেশ সেবার অংশ নিতে পারেনি। ২০০০ সালে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত ICC চ্যাম্পিয়ন ট্রফির দ্বিতীয় আসরে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো অংশ নেয়। ২০০০ ও ২০০৬ সালে প্রাক-বাছাই পর্বে ২০০২ ও ২০০৪ সালে গ্রুপ পর্বে এবং ২০১৭ সালে সেমিফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলাদেশ। চারবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ১২টি ম্যাচে অংশ নিয়ে মাত্র ২টিতে জয়ী হয়। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিবে।

## ❑ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-২০ বিশ্বকাপ

**আয়োজন:** দ্বিতীয়।

**আয়োজক:** International Cricket Council

**সময়কাল:** ১৮ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

**স্বাগতিক:** মালয়েশিয়া

**অংশগ্রহণকারী দল:** ১৬টি

**মোট ম্যাচ:** ৪১টি।

## ❑ U-19 Asia Cup 2024

**আয়োজন:** একাদশ

**আয়োজক:** Asian Cricket Council (ACC)

**সময়কাল:** ২৯ নভেম্বর-৮ ডিসেম্বর ২০২৪

**স্বাগতিক:** সংযুক্ত আরব আমিরাত

**অংশগ্রহণকারী দল:** ৮টি। মোট ম্যাচ: ১৫টি।

**চ্যাম্পিয়ন:** বাংলাদেশ, রানার্সআপ: ভারত।

**ফাইনালে ম্যাচ সেরা:** ইকবাল হোসেন ইমন (বাংলাদেশ)।

**সর্বোচ্চ রান:** শাহজাইব খান (পাকিস্তান); ৩৩৬ রান।

**সর্বোচ্চ উইকেট:** ইকবাল হোসেন ইমন (বাংলাদেশ); ১৩টি।

## ❑ ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজক সৌদি আরব

১১ ডিসেম্বর ২০২৪ ভার্চুয়ালি বিশ্ব ফুটবল ফেডারেশন (FIFA) কংগ্রেসে সদস্যদেশগুলোর ভোটে আয়োজক হিসেবে একক প্রার্থী সৌদি আরবের নাম ঘোষণা করা হয়। ২০৩৪ বিশ্বকাপে ২৩টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। ২০৩৪ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ও ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে নবনির্মিত কিংস সালমান স্টেডিয়ামে।

## ❑ বাংলাদেশের রেকর্ড সিরিজ জয়

২৭ নভেম্বর ২০২৪ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ড নারী দলের বিপক্ষে ১৫৪ রানের বড় ব্যবধানে জয় লাভ করে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। যা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়।

৩০ নভেম্বর ২০২৪ আয়ারল্যান্ড নারী দলের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ নারী দল জিতে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ১৯৩ রান তাড়া করে।

## ❑ FIFA THE BEST

১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ কাতারের রাজধানী দোহার বিখ্যাত। এস্পায়ার একাডেমিতে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। 'দ্য বেস্ট'-এর আসর বসে।

**বর্ষসেরা খেলোয়াড়:** পুরুষ- ভিনিসিয়ুস জুনিয়র (ব্রাজিল)। নারী- আইতানা বোনমাতি (স্পেন)

**বর্ষসেরা কোচ:** পুরুষ- কার্লো আনচেলত্তি (রিয়াল মাদ্রিদ)। নারী- এমা হেইস (যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দল)

**বর্ষসেরা গোলকিপার:** পুরুষ- এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (আর্জেন্টিনা)। নারী- অ্যালিসা নায়েহার (যুক্তরাষ্ট্র)

**পুসকাস অ্যাওয়ার্ড:** আলেজান্দ্রো গার্নেচো (আর্জেন্টিনা)

**মার্তা অ্যাওয়ার্ড:** মার্তা (ব্রাজিল)

**ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড:** থিয়াগো মাইয়া (ব্রাজিল)

- ২৮ নভেম্বর ২০২৪

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জাপানের মাসাতো কান্ডা।

অস্ট্রেলিয়ার আইনসভার উচ্চকক্ষে ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বিল পাস।

- ২৯ নভেম্বর ২০২৪

১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি পরিষদে বিল পাস।

## ❑ প্যারিস অলিম্পিক- ২০২৪

| | | | |
|---|---|---|---|
| আয়োজন | ৩৩তম (গ্রীষ্মকালীন) | প্রথমবারের মতো স্বর্ণ জিতে চারটি দেশ | বতসোয়ানা, ডমিনিকা, গুয়েতেমালা, সেন্ট লুসিয়া |
| স্বাগতিক | ফ্রান্স | অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণজয়ী | যুক্তরাষ্ট্র ও চীন (৪০টি) |
| থিম | সবার জন্য উন্মুক্ত গেমস | মোট খেলা ৩২টি, ডিসিপ্লিন ৪৮টি এবং ইভেন্ট ৩২৯টি। | |
| মাসকট | দ্য অলিম্পিক ফ্রাইজ (The Phryge = ঐতিহ্যবাহী লাল টুপি; ফরাসি বিপ্লবের বিপ্লবীরা এবং প্রাচীন গ্রিসের ফ্রিজিয়া অঞ্চলের মুক্ত দাসরা পরতেন)। | | |

৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- ১৪-৩০ জুলাই, ২০২৮; লস অ্যাঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্রে।

৩৫তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- ২০৩২ সালে ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।

## ❑ টেনিস

❖ শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম (টেনিস) বিজয়ী-

| খেলা | স্থান | মাঠ/কোর্ট | পুরুষ | নারী |
|---|---|---|---|---|
| US Open 2024 | নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র | Hard Court (নীল রং) | ইয়ানিক সিনার (ইতালি) | আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বেলারুশ) |
| Wimbledon Championships 2024 | লন্ডন, যুক্তরাজ্য | Grass (সবুজ রং) | কার্লোস আলকারাজ (স্পেন) | বারবোরা ক্রেজসিকোভা (চেক রিপাবলিক) |

# POLL QUESTION-03

✪ 'চাগোস দ্বীপপুঞ্জ' কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

(a) ভারত মহাসাগর

(b) প্রশান্ত মহাসাগর

(c) আটলান্টিক মহাসাগর

(d) দক্ষিণ মহাসাগর

UK – Mauritius

Recent
Daily Newspaper/
Internet

# BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়